জোড়াদাহ কলেজ মোড় বিপদজনক এক মৃত্যু ফাঁদ

ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু উপজেলার জোড়াদহ ইউনিয়নের কুষ্টিয়ার মেন সড়ক ভেড়াখালী জোড়াদাহের সিমানা নির্ধারণ কারি কলেজ মোড়ের ব্রিজটি এখন মৃত্যু কুপ, কোন রকমে বাইসাইকেল মোটরসাইকেল ও তিনচাকার ছোট যানবাহক যেতে পারলেও যেতে পারছে না কোন মাঝারি বা বড় যানবাহন এতে করে দুর্ভোগে পরেছে হরিণাকুন্ডুর জনসাধারণ, কারন কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ অথবা আলমডাঙ্গা যাওয়ার একমাত্র রাস্তা এটি।

শুধু ব্রিজটিই নয় এখানকার মেইন সড়কটিও কয়েকবছর ধরে আছে খালে খন্দে ভরা যার কারনে নিয়মিতই ঘটে থাকে ছোট বড় দুর্ঘটনা।ব্যক্তি গত অর্থায়নে অনেক সংগঠন ও ব্যক্তিরা সেটি অনেকবার মেরামত কোরলেও সেটা যথেষ্ট নয়।

উর্ধতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বার দের দৃষ্টি আকর্ষ কোরছি যেনো তাহারা এটির বিষয়ে দূরত সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন করে নির্মানের ব্যবস্থা করেন।

মুজিবনগরে মন্ডপে প্রতিমায় রঙ তুলির কাজ শেষ চলছে শেষ মুহুর্তের সাজ সজ্জা

শিশির ভেজা ভোর আর শরতের কাশফুল জানান দিচ্ছে শারদীয় দূর্গোৎসবের আগমনী বার্তা। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গোপূজাকে ঘিরে মুজিবনগরে মন্ডপে মন্ডপে শেষ হয়েছে প্রতিমায় রঙ -তুলির শেষ কাজ। চলছে লাইটিং,রঙ্গিন কাগজ দিয়ে মন্ডপ এলাকা সাজানো,দৃষ্টিনন্দন তোরন নির্মান এজং

পরিস্কার পরিছন্নের সহ শেষ মূহুর্তের সাজ সজ্জা । গত ৬ অক্টোবর মহালয়ার মধ্যদিয়ে দেবী দূর্গার আগমন ঘটেছে মর্তলোকে। এবার দেবী দূর্গা এসেছে ঘোটকে চড়ে, ফিরবেন দোলায়। মা কে বরণ করে নিতে অধির অপেক্ষায় ভক্ত-অনুসারিরা। তাই পূজা মন্ডপগুলোতে তৈরি প্রতিমা গুলোতে কারিগররা নিরলস পরিশ্রম করে শেষ করেছে রঙ তুলির কাজ । মনের মাধুরি মিশিয়ে কারিগরদের নিপুন হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয়েছে দুর্গতিনাশীনি দেবী দূর্গা এবং তার সঙ্গীয় লক্ষী, সরস্বতী, গনেশ, কার্তিক ও অনিষ্টকারী অশুর সহ বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা নানান রঙে তাদের রাঙিয়ে তুলেছে কারিগররা।
সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি পূজা মন্ডপ ,দারিয়াপুর পূজা মন্ডপ,বল্লভপুর পূজা মন্ডপ,কোমরপুর পূজা মন্ডপ এ পূজার তৈরি প্রতিমা রঙের কাজ শেষ হয়েছে।চলছে পরিস্কার পরিছন্ন সহ অন্যান্য সাজ সজ্জার কাজ।

মুজিবনগর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি শুকুমার কর্মকার জানান, এবছর মুজিবনগর উপজেলায় ৭টি মন্ডপে অনুষ্ঠিত হবে দূর্গোৎসব। পঞ্জিকা অনুযায়ী ১১ অক্টোবর মহাষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধনের মধ্যে শুরু হবে এ শারদীয় দুর্গোৎসব। দশমী পূজার মধ্য দিয়ে ১৫ অক্টোবর শেষ হবে এ উৎসব।
সব থেকে বড় সমস্যা হল একটা মন্ডপে একাধিক পুরোহিত মালাকার লাগে। এবার তারা আসতে চাইছে না। পূজা তৈরীর প্রতিটি জিনিষের দাম বেড়েছে। বেড়েছে খরচ তারপর করোনায় দেখা দিয়েছে নানা ধরনের আতঙ্ক । সবমিলিয়ে এবার পূজা উদযাপন করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। এবারের পূঁজাকে সার্বজনীন উৎসবে রূপ দিতে সনাতন সকলকে নিয়ে আনন্দ করতে চাই। অশুর বিনাসী দেবীর এই আগমন উপলক্ষে সাধ্যমত আয়োজন সম্পন্ন করার প্রাণান্তকর চেষ্টা আমাদের।
এবছর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলার ৭ টি মন্ডপে ৫শত কেজি করে ৩৫ শত কেজি চাল বরাদ্দ দিয়েছে। তাছাড়া ডিসি অফিস থেকে করোনা প্রতিরোধে ৪২ বক্স মাস্ক দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষথেকে আমাদের সকল সহযোগীতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী এবার পুজায় স্বাস্হবিধি মেনে পুজা উদযাপন করা হবে।
মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর মন্ডপের পূরোহিত, শশিভূষন মুখার্জী জানান, এ বছরে দেবী দূর্গা পৃথিবীতে আগমন করবেন ঘটোকে, গমন করবেন দোলায়। ভাল বার্তা নিয়ে আমাদের মাঝে আসছেন মা। ফলে দেশে শান্তি শৃঙ্খলার উন্নতি হবে।
আসন্ন দূর্গা পুজা উদযাপন সম্পর্কে
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, এ বছর করোনার

কারনে পুজা উদযাপনে কিছুটা ভাটা পড়বে। তবে স্বাস্হবিধি মেনে পুজা উদযাপন করার জন্য উপজেলা পুজা উদযাপন কমিটিকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।সরকারী ভাবে উপজেলার ৭ টি মন্ডপে সহযোগীতা করা হয়েছে।স্বাস্হবিধি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেচ্ছাসেবী নিয়োগ দেওয়া হবে এবং তাদের আইডি কার্ডের ব্যাবস্হা করা হবে।তাছাড়া পুলিশ এবং আনসার সদস্যরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সার্বক্ষণিক কাজ করবে।
পুজার সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি)আব্দুল হাশেম বলেন, আসন্ন দূর্গা পুজার সার্বিক নিরাপত্তায় তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যাবস্হা গ্রহন করা হয়েছে।প্রত্যেকটি পুজা মন্ডপে সার্বক্ষনিক পুলিশ অবস্হান করবে এবং পুলিশের মোবাইল টিম সবসময় টহলের কাজ করবে।

ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিবেশ অধিপ্তরের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি প্রতিরোধ ও কয়লা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ঐক্য আন্দোলন গড়ে তুলতে ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার দুপুরে শহরতলীর গিলাবাড়িয়ায় আয়েশা কনভেনশন সেন্টারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।
ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র,ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল’র পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সদরুল ইসলাম।
বক্তব্য রাখেন, খুলনা জেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা সর্দার ফেরদৌস আহম্মেদ, যশোর জেলা শাখার সভাপতি কাজী নাজির আহম্মেদ মন্নু, কুষ্টিয়ার সভাপতি হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, নড়াইল জেলা শাখার সভাপতি হাসানুজ্জামান, মাগুরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন,

হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেনসহ খুলনা বিভাগের ১০ জেলার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চলনা করেন ঝিনাইদহ জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুদা পলাশ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি রুহুল কুদ্দস। বক্তারা, হয়রানি মুক্ত ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সরকারের সকল দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।

কে এম সালেহ
ঝিনাইদহ।
মোবাঃ ০১৭১২০৫৩৫৮৬

সারাদেশে “মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম ছাত্র সংসদ” গঠণের লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বয় কমিটি ঘোষণা

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক সহযোগী সংগঠন “মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম ছাত্র সংসদ” সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমুহে কমিটি গঠন করার লক্ষ্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করেছে।

এতে প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পেয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধাসন্তান শাফি সমুদ্র এবং তার সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে-কাজী টিটো, সানবীর আহমদ সেজান, শামীম সাগর এবং হাসনাত শাহীন।

এবিষয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদ সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোঃ সোলায়মান মিয়া বলেন, মুক্তিযোদ্ধা কোটা সহ ৭ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনের বিজয় সুনিশ্চিত করতে, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক সহযোগী সংগঠন “মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম ছাত্র সংসদ” সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমুহে কমিটি গঠন করার লক্ষ্যে – শাফি সমুদ্র

কে প্রধান সমন্বয়কারী করে এবং কাজী টিটো, সানবীর আহমদ সেজান, শামীম সাগর এবং হাসনাত শাহীন’কে নিয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলো। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমুহে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরপ্রজন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক সকল ছাত্রছাত্রী যারা কমিটিতে থাকতে আগ্রহী আছেন, সমন্বয় কমিটির সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা গেলো।

প্রধান সমন্বয়কারী শাফি সমুদ্র বলেন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক সহযোগী সংগঠন ‘মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম ছাত্র সংসদ’। সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমুহে এই সহযোগী সংগঠনের কমিটি গঠন করার লক্ষ্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদ সংসদ। সমন্বয় কমিটিতে আমাদের নির্বাচিত করায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদ সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোঃ সোলায়মান মিয়া ও কেন্দ্রীয় মহাসচিব সফিকুল ইসলাম বাবু ভাইয়ের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের উপরে এই দায়িত্ব দিয়েছেন, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমুহে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরপ্রজন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক সকল ছাত্রছাত্রীদের সহযোগীতায় আমরা আমাদের সর্েবোচ্চটা দিয়ে সেই উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করবো।

ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিবেশ অধিপ্তরের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি প্রতিরোধ ও কয়লা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলতে ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে শহরতলী গিলাবাড়িয়া গ্রামের আয়েশা কনভেনশন সেন্টারে

এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।
ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ও জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল’র পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সদরুল ইসলাম।
বক্তব্য রাখেন, খুলনা জেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা সর্দার ফেরদৌস আহম্মেদ, যশোর জেলা শাখার সভাপতি কাজী নাজির আহম্মেদ মন্নু, কুষ্টিয়ার সভাপতি হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, নড়াইল জেলা শাখার সভাপতি হাসানুজ্জামান, মাগুরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন, হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেনসহ খুলনা বিভাগের ১০ জেলার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন ঝিনাইদহ জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুদা পলাশ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি রুহুল কুদ্দস। বক্তারা, হয়রানি মুক্ত ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সরকারের সকল দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন আহত

মেহেরপুর–মহাজন সড়কে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্বপন, আসাদুল, শাকিল, রাসেল রানা ও আখিরা খাতুন নামের ৫ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার সকালের দিকে মেহেরপুর মহাজনপুর সড়কের কোলা ব্রিজের কাছে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের এ দূর্ঘটনা ঘটে। আহত স্বপন মুজিবনগর উপজেলা মহাজনপুর গ্রামের ফিরোজ হোসেনের ছেলে, আসাদুল কোরবান আলীর ছেলে, শাকিল মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামের সাদেক আলীর ছেলে, রাসেল রানা মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের আবুল কালাম আজাদের ছেলে এবং আখিরা খাতুন আবুল কালাম আজাদ এর স্ত্রী।

আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হলে তিন জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

জানা গেছে ঘটনার সময় শাকিল একটি মোটরসাইকেল যোগে মহাজনপুর দিকে যাচ্ছিল এবং রাসেল তার মাকে নিয়ে মেহেরপুরের দিকে আসছিল। পথিমধ্যে কোলা ব্রিজের কাছে এটি ইজিবাইকে সাইড দিতে গিয়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এ ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল চালকসহ ৫ জন আহত হন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহত স্বপন, আসাদুল, শাকিলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

একজনের দুই এনআইডি!

১. মোছা: নাজমা খাতুন, পিতা- ইনছান আলী, মাতা বেলী খাতুন, স্বামী- আ:সালাম জন্ম তারিখ ২৮ মে ১৯৮৫ ইং। ভোটার নম্বর-৪১৯৬১৫৫৩২১। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা।
২. মোছা: মনোয়ারা বেগম, পিতা- ইনছান আলী, মাতা মোছা- বেলী খাতুন, স্বামী মো: আইয়ুব হোসেন, জন্মতারিখ ৫ মে ১৯৫৭। জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর-৪১৭২৬৬৯০৭১। মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড গোভীপুর গ্রামের মহাজেরপাড়ার বাসিন্দা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, জাতীয় পরিচয় পত্র দুটিতে নাম, স্বামী ও ঠিকানা আলাদা থাকলেও দুটি জাতীয় পরিচয়পত্রের মালিক একজনই। মনোয়ারা বেগম ও স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায়, তার বয়স সর্বোচ্চ ৩৭ থেকে ৩৮ বছর হবে। যা প্রথম পরিচয় পত্রের সাথে মিল রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিচয় পত্রে তার বয়স দেখানো হয়েছে ৬৪ বছর।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করার পূর্বে নাজমা খাতুন মনোয়ারা বেগম সেজে

নতুন করে জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন করেন। দ্বিতীয় স্বামী আইয়ুব হোসেব সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। স্বামীর পেনশন ও রেশন সুবিধা ভোগ করার জন্য তিনি দ্বিতীয় পরিচয় পত্রটি তৈরি করেন। ২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিল আইয়ুব হোসেন মৃতবরণ করলে একই সালের ৩০ মে তিনি চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পেনশন সুবিধা ভোগ করার জন্য আবেদন করেন মনোয়ারা বেগম।
নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালে হালনাগাদের সময় তিনি মনোয়ারা বেগম হিসেবে আবেদন করেন। কিন্তু নিকাহ নামা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন।
দ্বিতীয় স্বামী আইয়ুব হোসেনের দ্বিতীয় সন্তান আনোয়ার হোসেন এ নিয়ে উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ে একটি অভিযোগ করলে বিষয়টি সামনে আসে।
অভিযুক্ত নাজমা খাতুন বলেন, আমার স্বামী বেঁচে থাকাকালীন সময়ে মনোয়ারা বেগম নামের পরিচয়পত্রটি করে দিয়েছেন। আমার স্বামীর পেনশনসহ সকল কিছুতে মনোয়ারা বেগম নামের পরিচয়পত্রটিই দেওয়া আছে। যে কারণে আমি নাজমা খাতুন নামের পরিচয়পত্রটি বাতিলের আবেদন করেছি।
মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো: কবীর আহমেদ বলেন, নাজমা খাতুন ও মনোয়ারা বেগম নামে দুটি জাতীয় পরিচয় করা ব্যক্তি একজনই। নাজমা খাতুন নামের জাতীয় পরিচয় পত্রটি অনেক আগে করা হয়েছে এবং মনোয়ারা বেগম নামেরটি পরে করা হয়েছে। যা প্রতারণার শামিল। তিনি নাজমা খাতুন নামের পরিচয় পত্রটি বাতিল করার আবেদন করেন এবং দুটি জাতীয় পরিচয়পত্র করেছেন মর্মে স্বীকার করেছেন। সে হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। বিষয়টি উপজেলা কমিটিকে জানানো হয়েছে কমিটি পরবর্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। এছাড়া তার প্রথম পরিচয় পত্রটিই বলবৎ থাকবে, দ্বিতীয়টি বাতিল হবে।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ২

ব্যবসায়ীর জরিমানা

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দুই দোকান মালিককে জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির এ জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারে রিদয় মিস্টান্ন ও রিদয় সুভান মিস্টান্ন ভান্ডারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করা হয়।

এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার জনসাধারণের মাঝে বিক্রয় করা হয়। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গার সহকারি কমিশনার ভূমি ও হাটবোয়ালিয়া ফাঁড়ি পুলিশের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে। আদালতের মাধ্যমে রিদয় মিস্টান্ন ভান্ডারকে ৮ হাজার ও সুভান মিস্টান্ন ভান্ডারকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করে।

আলমডাঙ্গায় বিশ্ব ডিম দিবস পালিত

আলমডাঙ্গার প্রাণীসম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের উদ্যোগে বিশ্ব ডিম দিবস -২০২১ উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সকাল ১১ টার দিকে প্রাণী সম্পদ অফিসের হল রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. শরিয়তুল্লাহ, ব্যবসায়ী ইমদাদুল হক হিমেল, বেলগাছি

ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ জামসিদুল হক মুনি, সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম, তানভির সোহেল প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার কুমারি ইউনিয়ন নির্বাচনকে ঘিরে মোজাম্মেলের আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গার কুমারি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কুমারি গ্রামের কারিগর পাড়ায় এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে দলীয় প্রতিকে নির্বাচনে মাঠে থাকার অঙ্গিকার করেন মনোনয়ন প্রত্যাশী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন। অনুষ্ঠানে সাবেক সেনা সদস্য কপিল উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমারি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও নৌকা মনোনয়ন প্রত্যাশী মোজাম্মেল হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আসন্ন কুমারি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচন মাঠে থাকতে চায়। আমি সারা জিবন ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি যুবলীগের সভাপতি হয়েও সাধারণ জনগণের চিন্তা করি। এই ইউনিয়নের মানুষ আজ নিপীড়িত। রাজনীতি করতে হবে সাধারণ মানুষের জানমালের চিন্তা করে। সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি ও নির্যাতন করে কখনো ভালো হওয়া যায় না। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেনো আপনাদের খেদমত করার সুযোগ পায়।

আলোচনা সভায় আবুল কাশেমের পরিচালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন আজমল হোসেন, জয়নাল আবেদিন, দাউদ আলি মেম্বার, চাঁদ আলি, আলম হোসেন, আমিরুল ইসলাম, ইয়াকুব আলি, দরাদ আলি ইউচোপ আলি, নটু হোসেন, আজিত, আজিবর, রইচ আলি, মকু প্রমূখ।